আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (১৬ অক্টোবর, ২০১৯) বুলেটিন নং ৮৫	১৬ অক্টোবর হতে ২০ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১২ অক্টোবর হতে ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১২ অক্টোবর	১৩ অক্টোবর	১৪ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.৭	৩৪.০	৩৩.৫	৩৩.০	৩১.৭-৩৪.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.৫	২৫.০	২৫.০	২৫.৫	২২.৫-২৫.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৫.০-৯৬.০	৬১.০-৯৩.০	৬৪.০-৯৬.০	৭২.০-৯৬.০	৬১.০-৯৬.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৭.৪	৫.৬	৩.৭	১.৯	১.৯-৭.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	০	২	৪	০-৬
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১৬ অক্টোবর হতে ২০ অক্টোবর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-২.৭ (৬.৪)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৬-৩১.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.৫-২২.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭০.০-৯২.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৫-৪.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	কাইচ থোর থেকে ফুল পর্যায়
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান :

- সেচ দিন, কাইচ থোর থেকে ফুল পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি রাখুন।
- জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন
- ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করতে হবে । ২-৪ ডি এমাইন বা বুটাক্লোর আগাছানাশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে
- শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন কাইচথোর পর্যায়ে আসার ০৫-০৭ দিন আগে
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৭৫ মিলি কোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ট্রাইএজোফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।

বন্যা উপদ্রুত এলাকার জন্য পরামর্শ:

- বন্যার পানি নেমে যাবার পর আগাম শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করুন।
- বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন। যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদি টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি ১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভুট্টার বীজ, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক প্রভৃতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাষকলাই, খেসারী বপন ও পানি কচু রোপণ করুন।
- ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে বুনতে হবে। এতে ফুটরট/কলার রট রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে।
- এ সময় ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ রোপন করুন। বন্যা বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া, বেড়া ও খুঁটি দেওয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করুন।
- গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।